

💵 আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বিশেষণ, তাকদীর ইত্যাদি রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আনুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

মহান আল্লাহর বিশেষণ, তাকদীর ইত্যাদি

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা নু'মান ইবন সাবিত (রাহ) বলেন:

لاَ يُشْبِهُ شَيْئاً مِنَ الأَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ، وَلاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ. لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةُ فَالْحَيْاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلاَمُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصِرُ وَالْإِرَادَةُ، وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّحْلِيْقُ وَالْقَرْزِيْقُ وَالْفِعْلِيَّةُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ صِفَاتِ الْفِعْلِ. لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ لَمْ يَحْدُثْ لَهُ اسْمٌ وَلاَ وَلاَ عَلْمُهِ وَالْعِلْمُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ، وَقَادِراً بِقُدْرَتِهِ وَالْقُدْرَةُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ، وَخَالِقاً بِتَخْلِيْقِهِ وَالتَّخْلِيْقُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ، وَفَاعِلاً بِفِعْلِهِ وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِيْ الأَزَلِ، وَالْمَفْعُولُ مَخْلُوقة وَي الأَزَلِ، وَالْمَفْعُولُ مَخْلُوقة وَلاَ عَلْمُ اللهِ تَعَالَي عَيْرُ مَخْلُوقةٍ. وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا مَخْلُوقة أَوْ مُحْدَثَة أَوْ وَقَفَ أَوْ شَكَّ فِيْهِمَا فَهُو كَافِرٌ بِاللهِ تَعَالَي خَيْرُ مَحْدُقة وَلاَ مَخْلُوقة وَلاَ مَحْلُوقة وَلاَ مَخْلُوقة وَلاَ اللهِ تَعَالَي غَيْرُ مُحْدَثَة وَلاَ مَخْلُوقة وَلاَ مَوْلُ اللهِ تَعَالَي عَيْرُ مُحْدَثَة وَلا مَحْلُوقة وَلاَ مَوْلُ اللهِ تَعَالَي غَيْرُ مُحْدَثَة وَلاَ مَخْلُوقة وَلاَ مَوْلَ اللهِ تَعَالَي عَيْرُ مُحْدَثَة وَلا مَحْدُلُوقة وَلَا اللهِ تَعَالَي.

وَالْقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَي فِيْ الْمَصَاحِفِ مَكْتُوْبٌ، وَفِيْ الْقُلُوْبِ مَحْفُوْظٌ، وَعَلَي الأَلْسُنِ مَقْرُوْءٌ، وَعَلَي النَّبِيِّ عَلَيْ مُمْنَوَّلٌ، وَلَقْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوْقَةٌ وَقِرَاءَتُنَا لَهُ مَخْلُوْقَةٌ وَالْقُرْآنِ عَيْرُ مَخْلُوْقٍ. وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ الْقُرْآنِ حِكَايَةً عِنْ مُوْسَي وَغَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيْسَ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى غَيْرُهِ مِنَ الْمَخْلُوقِ، وَكَلاَمُ مُوْسَي وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُخْلُوقِ، وَلَاقُرْآنُ كُلَّهُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى غَيْرُهِ مِنَ الْمُخْلُوقِ، وَكَلاَمُ مُوْسَي وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُخْلُوقِ، وَلَاقُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى غَيْرُهُ مَوْسَى وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُخْلُوقِ، وَكَلاَمُ مُوسَي وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُخْلُوقِيْنَ مَخْلُوقٌ، وَالْقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى غَهْوَ قَدِيْمٌ، لاَ كَلاَمُهُمْ. وَسَمِعَ مُوْسَي عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَلاَمَ اللهِ تَعَالَى كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيْمًا". وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَى مُتَكَلِّماً وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَى خَالِقاً فِيْ مُوسَى تَكْلِيْمًا". وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَى مُتَكَلِّماً وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَقَدْ كَانَ اللهُ تَعَالَى خَالِقاً فِيْ هُو لَهُ الْأَزَلِ وَلَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْدُ. فَلَمَّا كَلَّمَ اللهُ مُوسَى كَلَّمَهُ بِكَلاَمِهِ الَّذِي هُوَ لَهُ صَفَةً فِيْ الْأَزَلِ.

وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا بِخِلاَف صِفَاتِ الْمَخْلُوْقِيْنَ. يَعْلَمُ لاَ كَعِلْمِنَا، وَيَقْدِرُ لاَ كَقُدْرَتِنَا، وَيَرَي لاَ كَرُوْيْتِنَا، وَيَسْمَعُ لاَ كَسَمْعِنَا وَيَتَكَلَّمُ بِلاَ آلَةٍ وَلاَ حُرُوْفٍ، وَالْحُرُوْفِ وَاللهُ تَعَالَي يَتَكَلَّمُ بِلاَ آلَةٍ وَلاَ حُرُوْفٍ، وَالْحُرُوْفُ مَخْلُوْقَةٌ، وَكَلاَمُ اللهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوْقِ.

وَهُوَ شَيْءٌ لاَ كَالأَشْيَاءِ وَمَعْنَي الشَّيْءِ إِثْبَاتُهُ بِلاَ جِسْمٍ وَلاَ جَوْهَرٍ وَلاَ عَرْضٍ وَلاَ حَدَّ لَهُ وَلاَ ضِدَّ لَهُ وَلاَ نِدَّ لَهُ "فَلاَ تَعْلَوْا للهِ أَنْدَاداً" وَلاَ مِثْلَ لَهُ. وَلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ فَمَا ذَكَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ



فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلاَ كَيْفٍ. وَلاَ يُقَالُ: إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ؛ لأَنَّ فِيْهِ إِبْطَالَ الصِّفَةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدَرِ وَالإِعْتِزَالِ، وَلَكِنَّ يَدَهُ صِفَتُهُ بِلاَ كَيْفِ. وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى بِلاَ كَيْفِ.

خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الأَشْيَاءَ لاَ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ اللهُ تَعَالَى عَالِماً فِيْ الأَزَلِ بِالأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا، وَهُوَ الَّذِيْ قَدَّرِهِ وَكَتْبِهِ فِيْ وَقَضَافِهِ وَقَضَائِهِ وَقَحْرَافِهِ وَقَضَائِهِ وَقَحْرَافِهِ وَقَحْرَاهِ فَيْ اللَّهْ وَقَحْرَاهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِمَشِيْتَةِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَكَتْبِهِ فِيْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَلَكِنَّ كَتْبَهُ بِالْوَصِفُ لاَ بِالْحُكْمِ. وَالْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ وَالْمَشِيْتَةُ صِفَاتُهُ فِيْ الأَزَلِ بِلاَ كَيْف. يَعْلَمُ اللهُ اللهُ الْمَوْجُوْدَ فِيْ حَالِ وَجُوْدِهِ تَعَالَى الْمَعْدُوْمَ فَيْ حَالٍ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ إِذَا أَوْجَدَهُ، وَيَعْلَمُ أَللهُ الْمَوْجُوْدَ فِيْ حَالٍ وَجُوْدِهِ مَوْدُودِهِ مَوْدُودَ فِيْ حَالٍ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ إِذَا أَوْجَدَهُ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ فَيَامُ اللهُ تَعَالَى الْقَائِمَ فِيْ حَالٍ قِيَامِهِ قَائِماً، وَإِذَا قَعَدَ قَاعِداً فِيْ حَالٍ وَعُودِهِ مَوْدُودَ فِيْ حَالٍ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ أَللهُ اللهُ الْمَوْجُودَ فِيْ الْمَحْلُوقِيْنَ. وَلَا أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ لَا اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمَحْلُوقِيْنَ.

خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْخَلْقَ سَلِيْماً مِنَ الْكُفْرِ وَالإِيْمانِ، ثُمَّ خَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ، فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَتَصْدِيْقِهِ، بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ وَأَمَنَ مَنْ آَمَنَ بِفِعْلِهِ وَإِقْرَارِهِ وَتَصْدِيْقِهِ، بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ وَنُصْرَتِهِ لَهُ. أَخْرَجَ ذُرِيَّةَ آَدَمَ مِنْ صُلْبِهِ عَلَى صُورِ الذَّرِ، فَجَعَلَهُمْ عُقَلاءَ فَخَاطَبَهُمْ "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُواْ بَلَى" وَأَمَرَهُمْ لِلإِيْمَانِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ فَأَقَرُوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَاناً فَهُمْ يُولُدُونَ عَلَى تِلْكَ الْفِطْرَةِ "إِمَّا شَاكِراً بِلاَيْمَانِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ فَأَقَرُوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إِيْمَاناً فَهُمْ يُولُدُونَ عَلَى تِلْكَ الْفِطْرَةِ "إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُورُا" وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ، وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ فَقَدْ تَبَتَ عَلَيْهِ وَدَاوَمَ. وَلَمْ يُجْبِرْ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَلاَ عَلَى الإِيْمَانِ، وَلاَ خَلَقَهُمْ مُومْنِاً وَلَا كَافِراً، وَلَكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصاً، وَالإِيْمَانُ وَالْكُفْرُ مِنْ فِعْلِ عَلَى الْكُورُا فِي عَلَى الْكُفْرُ وَلاَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَلاَ كَفُورُهِ كَافِراً، فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِناً فِيْ حَالِ إِيْمَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَكْفُرُهِ فِيْ حَالِ كُفْرِهِ كَافِراً، فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِناً فِيْ حَالِ إِيْمَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ

وَجَمِيْعُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُوْنِ كَسْبُهُمْ عَلَى الْحَقِيْقَةِ، وَاللهُ تَعَالَى خَالِقُهَا، وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيْتَهِ وَعِلْمِهِ وَعَلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ وَمَشِيْتَةِ، لاَ بِمَحَبَّتِهِ وَلاَ بِرِضَاهُ وَلاَ بِأَمْرِهِ. وَالْمَعَاصِيْ كُلُّهَا بِعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ وَمَشِيْتَةِ، لاَ بِمَحَبَّتِهِ وَلاَ بِرِضَاهُ وَلاَ بِأَمْرِهِ.

বঙ্গানুবাদ

তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর মত নন। তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান, তাঁর নামসমূহ এবং তাঁর যাতী (সত্তীয়) ও ফি'লী (কর্মীয়) সিফাত (বিশেষণ)সমূহসহ। তাঁর সত্তীয় বিশেষণসমূহ; হায়াত (জীবন), কুদরাত (ক্ষমতা), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), সাম' (শ্রবণ), বাসার (দর্শন) ও ইরাদা (ইচ্ছা)। আর তাঁর ফি'লী সিফাতসমূহের মধ্যে রয়েছে: সৃষ্টি করা, রিফ্ক প্রদান করা, নবসৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা এবং অন্যান্য কর্মমূলক সিফাত বা বিশেষণ। তিনি তাঁর গুণাবলি এবং নামসমূহ-সহ অনাদিরূপে বিদ্যমান। তাঁর নাম ও বিশেষণের মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা পরিবর্তন ঘটে নি। তিনি অনাদিকাল থেকেই তাঁর জ্ঞানে জ্ঞানী এবং জ্ঞান অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল



থেকেই ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতা অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই তাঁর কথায় কথা বলেন এবং কথা অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি করা অনাদিকাল থেকেই তাঁর বিশেষণ। তিনি অনাদিকাল থেকেই তাঁর কর্মে কর্মী, কর্ম অনাদিকাল থেকে তাঁর বিশেষণ। আল্লাহ তাঁর কর্ম দিয়ে যা সৃষ্টি করেন তা সৃষ্ট, তবে আল্লাহর কর্ম সৃষ্ট নয়। তাঁর সিফাত বা বিশেষণাবলি অনাদি। কোনো বিশেষণই নতুন বা সৃষ্ট নয়। যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহর কোনো সিফাত বা বিশেষণ সৃষ্ট অথবা নতুন, অথবা এ বিষয়ে সে কিছু বলতে অস্বীকার করে, অথবা এ বিষয়ে সে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সোল্লাহর প্রতি ঈমান-বিহীন কাফির।

কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম, মুসহাফগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ, হৃদয়গুলোর মধ্যে সংরক্ষিত, জিহবাসমূহ দ্বারা পঠিত এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপরে অবতীর্ণ। কুরআন পাঠে আমাদের জিহবার উচ্চারণ সৃষ্ট, কুরআনের জন্য আমাদের লিখনি সৃষ্ট, আমাদের পাঠ সৃষ্ট, কিন্তু কুরআন সৃষ্ট নয়। মহান আল্লাহ কুরআনের মধ্যে মূসা (আঃ) ও অন্যান্য নবী (আঃ) থেকে এবং ফিরাউন এবং ইবলীস থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তা সবই আল্লাহর কালাম (কথা), তাদের বিষয়ে সংবাদ হিসেবে। আল্লাহর কথা সৃষ্ট নয়, মূসা (আঃ) ও অন্য সকল মাখলুকের কথা সৃষ্ট। কুরআন আল্লাহর কথা কাজেই তা অনাদি, মাখলুকগণের কথা সেরপ নয়। মূসা (আঃ) আল্লাহর কথা শুনেছিলেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "মূসার সাথে আল্লাহ প্রকৃত বাক্যালাপ করেছিলেন"[1] মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলার আগেই- অনাদিকাল থেকেই- মহান আল্লাহ তাঁর কালাম বা কথার বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন। "কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[2] যখন তিনি মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেন তখন তিনি তাঁর সেই অনাদি বিশেষণ কথার বিশেষণ দ্বারা কথা বলেন।

তাঁর সকল বিশেষণই মাখলুকদের বা সৃষ্টপ্রাণীদের বিশেষণের ব্যতিক্রম। তিনি জানেন, তবে তাঁর জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে তাঁর ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মত নয়। তিনি দেখেন, তবে তাঁর দেখা আমাদের দেখার মত নয়। তিনি কথা বলেন, তবে তাঁর কথা বলা আমাদের কথা বলার মত নয়। তিনি গুনেন, তবে তাঁর শোনা আমাদের শোনার মত নয়। আমরা বাগযন্ত্র ও অক্ষরের মাধ্যমে কথা বলি, আর মহান আল্লাহ বাগযন্ত্র এবং অক্ষর ছাড়াই কথা বলেন। অক্ষরগুলি সৃষ্ট। আর আল্লাহর কথা (কালাম) সৃষ্ট নয়।

তিনি 'শাইউন': 'বস্তু' বা 'বিদ্যমান অস্তিত্ব', তবে অন্য কোনো সৃষ্ট 'বস্তু' বা 'বিদ্যমান বিষয়ের' মত তিনি নন। তাঁর 'শাইউন'- 'বস্তু' হওয়ার অর্থ তিনি বিদ্যমান অস্তিত্ব, কোনো দেহ, কোনো জাওহার (মৌল উপাদান) এবং কোনো 'আরায' (অমৌল উপাদান) ব্যতিরেকেই। তাঁর কোনো সীমা নেই, বিপরীত নেই, সমকক্ষ নেই, তুলনা নেই। ''অতএব তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।''[3] তাঁর ইয়াদ (হস্ত) আছে, ওয়াজহ (মুখমণ্ডল) আছে, নফস (সত্তা) আছে, কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলো উল্লেখ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ যা কিছু উল্লেখ করেছেন, যেমন মুখমণ্ডল, হাত, নফস ইত্যাদি সবই তাঁর বিশেষণ, কোনো 'স্বরূপ' বা প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর ক্ষমতা অথবা তাঁর নিয়ামত। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর বিশেষণ বাতিল করা। এরূপ ব্যাখ্যা করা কাদারিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের রীতি। বরং তাঁর হাত তাঁর বিশেষণ, কোনো স্বরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে। তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সম্ভৃষ্টি তাঁর দুটি বিশেষণ, আল্লাহর অন্যান্য বিশেষণের মতই, কোনো 'কাইফ' বা 'কিভাবে' প্রশ্ন করা ছাড়াই।

মহান আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। সকল কিছুর সৃষ্টির আগেই



অনাদিকাল থেকে তিনি এগুলোর বিষয়ে অবগত ছিলেন। সকল কিছুই তিনি নির্ধারণ করেছেন এবং বিধান দিয়েছেন। দুনিয়ায় ও আখিরাতে কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান, বিধান, নির্ধারণ ও লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ-করণ ছাড়া ঘটে না। তাঁর লিখনি বর্ণনামূলক, নির্দেশমূলক নয়। বিধান প্রদান, নির্ধারণ ও ইচ্ছা তাঁর অনাদি বিশেষণ, কোনো স্বরূপ, কিরূপ বা কিভাবে অনুসন্ধান ছাড়া। সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ ও ইচ্ছা তাঁর অনাদি-অনন্ত বিশেষণ, কোনো স্বরূপ জিজ্ঞাসা ছাড়া। মহান আল্লাহ অন্তিত্বহীন বিষয়কে অন্তিত্বহীন অবস্থায় অন্তিত্বহীন হিসেবে জানেন, এবং তিনি জানেন যে, তিনি তাকে অন্তিত্ব দিলে তা কিরূপ হবে। আল্লাহ অন্তিত্বশীল বিষয়কে তার অন্তিত্বশীল অবস্থায় জানেন এবং তিনি জানেন যে, তা কিভাবে বিলোপ লাভ করবে। আল্লাহ দভায়মানকে দভায়মান অবস্থায় দভায়মান রূপে জানেন। এবং যখন সে উপবিষ্ট হয় তখন তিনি তাঁকে উপবিষ্ট অবস্থায় উপবিষ্ট জানেন। এরূপ জানায় তাঁর জ্ঞানের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না বা তাঁর জ্ঞানভাভারে কোনো নতুনত্ব সংযোজিত হয় না। পরিবর্তন ও নতুনত্ব সবই সৃষ্টজীবদের অবস্থার মধ্যে।

মহান আল্লাহ সৃষ্টজগত সৃষ্টি করেছেন ঈমান ও কুফর থেকে বিমুক্ত অবস্থায়। অতঃপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেছেন। যে ব্যক্তি কুফরী করেছে সে নিজের কর্ম দ্বারা, অস্বীকার করে, সত্যকে অমান্য করে এবং আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও তাওফীক থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফরী করেছে। আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে সে তার কর্ম দ্বারা, স্বীকৃতি দ্বারা, সত্য বলে ঘোষণা করে এবং আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য লাভের মাধ্যমে ঈমান এনেছে।

তিনি আদমের পিঠ থেকে তাঁর বংশধরদেরকে পরমাণুর আকৃতিতে বের করে তাদেরকে বোধশক্তি প্রদান করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করেন "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলে: হ্যাঁ"[4]। তিনি তাদেরকে সমানের নির্দেশ দেন এবং কুফর থেকে নিষেধ করেন। তারা তাঁর রুবৃবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ছিল তাদের পক্ষ থেকে সমান। আদম সন্তানগণ এই ফিতরাতের উপরেই জন্মলাভ করে। এরপর যে কুফরী করে সে নিজেকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে। আর যে সমান আনে এবং সত্যতার ঘোষণা দেয় সে তার সহজাত সমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

তিনি তাঁর সৃষ্টির কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করেননি এবং ঈমান আনতেও বাধ্য করেননি। তিনি কাউকে মুমিনরূপে বা কাফিররূপে সৃষ্টি করেননি। তিনি তাদেরকে ব্যক্তিরূপে সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফর বান্দাদের কর্ম। কাফিরকে আল্লাহ তার কুফরী অবস্থায় কাফির হিসেবেই জানেন। যখন সে এরপর ঈমান আনয়ন করে তখন আল্লাহ তাকে তার ঈমানের অবস্থায় মুমিন হিসেবে জানেন এবং ভালবাসেন। আর এতে আল্লাহর জ্ঞান ও বিশেষণে কোনো পরিবর্তন হয় না।

বান্দাদের সকল কর্ম ও নিষ্কর্মতা- অবস্থান ও সঞ্চলন সবই প্রকৃত অর্থেই তাদের উপার্জন, আল্লাহ তা'আলা সে সবের স্রষ্টা। এ সবই তাঁর ইচ্ছায়, জ্ঞানে, ফয়সালায় ও নির্ধারণে। আল্লাহর আনুগত্যের সকল কর্ম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জরুরী এবং তা আল্লাহর মহববত, সম্ভুষ্টি, জ্ঞান, ইচ্ছা, ফয়সালা ও নির্ধারণ অনুসারে। সকল পাপকর্ম আল্লাহর জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘটিত, তবে তা আল্লাহর মহববত, সম্ভুষ্টি এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সংঘটিত নয়।

ফুটনোট



- [1] সূরা (8) নিসা: ১৬৪ আয়াত।
- [2] সূরা (8২) শূরা: **১১** আয়াত।
- [3] সূরা (২) বাকারা: ২২ আয়াত।
- [4] সূরা (৭) আ'রাফ: ১৭২ আয়াত।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7132

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন